সমকাল

তারিখ 2 2 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সপ্তাহের বিশেষ প্রতিবেদন

মাঠ নেই রাজধানীর ৯৫ শতাংশ স্কুলে

শৈশবটাই লাপাত্তা রাজধানীর শিশুদের। দুরন্তপনায় মেতে ওঠার মত কোন জায়গা নেই। ভবনের পর ভবন গড়ে উঠছে শুধু, হারিয়ে যাচ্ছে খোলা জায়গা। স্কুল গড়ে উঠছে, মাঠ ছাড়াই। খেলাধুলা ছাড়া সুস্থ দেহ যেমন অসম্ভব, তেমনি সবল মনও। প্রতিযোগিতার মানসিকতাটাই গড়ে তোলার সুযোগ পাচ্ছে না এ নগরীর শিশুরা।

■ নিজামুল হক

টিফিনের ঘণ্টা বাজতেই হৈ হৈ করে মাঠে নেমে পড়ল সব শিশু। কেউ ছুটছে কারো পেছনে, কেউ দুলছে ঝোলানো রশি ধরে, কেউ ওড়াচ্ছে কাগজের রকেট, কারো হাতে ব্যাট, কারো পায়ে বল আবার কেউ বা লাফাচ্ছে অকারণে। স্কুলের আমুদে শিক্ষকরাও অনেক সময় ভাগ বসান শিশুদের এই বেহিসেবি আনন্দে। সময় কখন ফুরিয়ে যায়, হুঁশ থাকে না। টিফিন পেষের ঘণ্টা বাজতেই 'সুবোধ বালক' হয়ে আবার ক্লাসে।

এই চিত্রটি গ্রামের। গ্রামের বেশিরভাগ স্কুলেই এই চিত্রের মিল আছে। গ্রামের স্কুলগুলোতে ভবন ভালো না হলেও মাঠ থাকে। কিন্তু রাজধানীতে স্কুলগুলোর চিত্রটি ঠিক তার উল্টো। ভবন আছে, মাঠ নেই। খাঁচায় পোষা পাখির মত মাথায়, পিঠে এবং সম্ভবত পেটেও 'বিদ্যা বোঝাই' করে ঘরে ফেরে ভবিষ্যতের আইনস্টাইন, রবীন্দ্র নাথ, পিকাসো, আব্রাহাম লিংকনরা। স্কুলের এক চিলতে বারান্দা, ব্যালকনি বা ছোট গ্যারেজের চৌহদ্দিতে বন্দী থাকে বলতে গেলে তাদের গোটা শৈশব। পাড়া বা মহল্লাতেও তাদের দুরন্তপনায় মেতে ওঠার মত কোন ঠাঁই নেই।

রাজধানী ঢাকায় প্রায় প্রতিটি অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে স্কুল। এসব স্কুলে মাঠ তো দূরের কথা, ক্লাস রুমই নেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক। পরীক্ষায় ভালো ফল করা বেশিরভাগ বড় বড় স্কুলে পর্যাপ্ত ক্লাসরুম থাকলেও শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

আয়োজন করা হয় অন্য কোন মাঠে।

শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রতিবছর ভর্তি ফি, মোটা অংকের টিউশন ফি ছাড়াও লিখিত, অলিখিতভাবে বিভিন্ন ফি আদায় করলেও স্কুলগুলোর খেলাধুলার মাঠের প্রতি কোন আগ্রহ নেই। নেই শিক্ষার কোন পরিবেশও।

নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি কিন্ডারগার্টেন, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিজস্ব মালিকানায় অথবা ভাড়ায় মহানগর এলাকা কমপক্ষে আট শতাংশ ভূমির উপর অন্তত ৩ হাজার বর্গফুটের কমপক্ষে ছয় তলবিশিষ্ট ভবন থাকার কথা। সরকারের এ নির্দেশনা মানছে না কেউ। আবার এ নির্দেশনা মানলেও এই জমিতে কোন মাঠ করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য, মাঠের কথা সরকার ভাবছেই না। ভাবলে নীতিমালায় মাঠ বা খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি নীতিমালায় উল্লেখ থাকত।

শুধু কিন্ডারগার্টেন নয়, রাজধানীর অনেক নামি-দামি স্কুলেও খেলার মাঠ নেই। ভিকারুন নিসা, আইডিয়াল স্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শাখায় রয়েছে পর্যাপ্ত মাঠ। তবে সব শাখায় নেই মাঠ। পুরানো স্কুলগুলোতে বড় বড় মাঠের ওপর তৈরি হচ্ছে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন। রাজধানীর মিরপুর শাহ আলী স্কুল ও কলেজের একই অবস্থা। মাঠ ছোট করে তৈরি করা হয়েছে ভবন ও মার্কেট।

খিলগাঁওয়ের ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি—এই চার পাবলিক পরীক্ষায়ই তারা ভালো করে। কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানে কোন মাঠ নেই। একাধিক ভবন ভাড়া নিয়ে এরা শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। স্কুল ভবনের গেট পেরোলেই প্রধান সড়ক। যেখানে সমানে চলছে বাস-ট্রাকের মত সব যানবাহন। একটু ছোটাছুটি করা বা খেলাধুলা করার জন্য এক ইঞ্চি জায়গা নেই। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মাকসুদ উদ্দিন বলেন, স্কুলের মাঠের জন্য জমি পাওয়া যায়নি। এই শিক্ষক মনে করেন, সরকার উদ্যোগী হলে অনেক কিছুই সম্ভব। রাজধানীতে সরকারের কয়েক হাজার একর জমি বেদখল অথবা অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। এ জমি স্কুল মাঠের জন্য ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হলে শিশুরা খেলাধুলা করার সুযোগ পেত।

মাইলস্টোন স্কুল এ্যান্ড কলেজ ও মাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে একাধিক ভবন ভাড়া নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় সেরাদের তালিকায় থাকে এ প্রতিষ্ঠান দু'টি। কিন্তু ভাড়া করা ভবনগুলোর কোথাও খেলাধুলা করার জন্য কোন জায়গা রাখা হয়নি। এ প্রতিষ্ঠানদুটির মতো কয়েকশ স্কুল ভাড়া করা ভবনে স্কুল চলছে। খেলার জায়গা রাখা হয়নি কোথাও।

কিন্ডারগার্টেন দিয়ে যাত্রা শুরু। পরে বোর্ডের স্বীকৃতি নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করছে বাড্ডার ট্রিনিটি কলেজ। চারকাঠা জমির ওপর স্কুল। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, তার স্কুলে মাঠ নেই। কম জমি তাই মাঠ করা যাচ্ছে না।

মাঠ না থাকায় অনেক স্কুল পার্শ্ববর্তী কোথাও গিয়ে একদিনের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এমনি একটি প্রতিষ্ঠান ম্যানারস কিন্ডারগার্টেন। এ প্রতিষ্ঠানেরও নিজস্ব কোন মাঠ নেই। বার্ষিক অনুষ্ঠানের জন্য আধা কিলোমিটার দূরে একটি গাড়ির গ্যারেজের সংকীর্ণ একটি জায়গা বেছে নিয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্তি করে শিক্ষা অধিদপ্তর ও বোর্ড। প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি এবং এমপিওভুক্তির শর্তে মাঠে থাকার বিষয়টি বাধ্যতামূলক নয়। ক্রমশ নীতিমালা কঠোর করা হচ্ছে কিন্তু তাতে খেলাধুলার জন্য মাঠের বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি।

এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, স্কুল কোন খণ্ডিত শিক্ষার স্থান নয়, সার্বিক শিক্ষার জায়গা। জীবনে দক্ষতা প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে স্কুল থেকে। সুস্থ দেহ ছাড়া সবল মন গড়ে ওঠে না। অথচ শিশুরা খেলাধুলার জন্য কোন মাঠ পায় না। খেলতে পারে না। তিনি বলেন, রাজধানীর শিশুদের জন্য স্কুল পল্লী দরকার। যেখানে শিশুরা খেলবে। তেজগাঁওয়ের বাণিজ্যিক এলাকার গার্মেন্টস পল্লী সরানো হলে সেখানে স্কুলের শিশুদের জন্য খেলার মাঠ করা সম্ভব। এছাড়া আজিমপুর সরকার কলোনিরও একটি অংশ স্কুল মাঠের জন্য ব্যবহার করা যায়। সরকার আগ্রহি হলে অনেক সরকারি জমি স্কুল মাঠ হিসাবে তৈরি করে ব্যবহার করা যায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপ-পরিচালক (খেলাধুলা) ফারহানা হক বলেন, মাঠ না থাকলেও শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করে। কোথায় খেলাধুলা করে—এমন প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি। তিনি নিজ কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে বলেন, শারীরিক শিক্ষা বিভাগ ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠার পর নানা প্রকার উদ্যোগ নিয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন, আরো অনেক উদ্যোগ নিয়েছি।

জাতীয় স্কুল মাদ্রাসা ক্রীড়া সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মাউশির মহাপরিচালক। একই সমিতির ঢাকা মহানগর কমিটির সম্পাদক ও মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাফিজুর রহমান বলেন, মহানগরীর সরকারি ২৯টি মাধ্যমিক স্কুলের মধ্যে দুই-একটি বাদে সব প্রতিষ্ঠানেরই ছোট বড় মাঠ রয়েছে। কিন্তু বেসরকারি স্কুলগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া কারো মাঠ নেই। এখনকার কোচিং সেন্টারগুলিও এখন এক একটি স্কুল। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এই অবস্থা। এ কারণে শিশুদের মানসিক বিকাশ ঘটছে না।

শিশুদের বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংগঠন শিশু অধিকার ফোরাম। এই ফোরামের চেয়ারম্যান ইকরামুল হক বলেন, খেলা শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ ঘটায়। আর খেলার জন্য দরকার মাঠ। কিন্তু রাজধানীর বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন মাঠ নেই। তিনি বলেন, রাজধানীতে স্কুলগুলো তৈরি হয় কয়েকটি রুম ভাড়া নিয়ে। ক্লাস রুমে আলোও পৌঁছায় না।

এটা শিশুদের মেধা বিকাশের পরিপন্থী। মনে রাখতে হবে, খেলা শিক্ষারই একটি অংশ। তিনি বলেন, রাজধানীতে সরকারের অনেক খাস জমি রয়েছে। এগুলো শিশুদের মাঠ তৈরির জন্য দেয়া উচিত। স্কুল প্রতিষ্ঠার নীতিমালায় মাঠ থাকার বিষয়টি উল্লেখ থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শিক্ষাবিজ্ঞানের সর্বজনীন নির্দেশনা হল, শিশুকে শিক্ষিত করে তুলতে হলে তাকে তার শরীর, মন ও মস্তিষ্ক—সব কিছুরই চর্চা করার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। এ বিষয়টি তুলে ধরে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইংরিজিতে একটা কথা প্রচলিত আছে: All study no play makes Jack a dull boy. আমাদের দেশের রাজধানীর শিশুরা নানা নাগরিক সুবিধা পেলেও খেলার সুযোগ পাচ্ছে না। বিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে, মুক্ত আলো-বাতাসে খেলার বা শরীর চালনা করার কোন সুযোগ বা ব্যবস্থা নেই; বাড়ির সামনে তো নয়ই। বরং এমনও দেখা গেছে স্কুলের মাঠে আয় বৃদ্ধির নামে স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে শিশু-কিশোররা ভিডিও গেমে অভ্যস্ত হচ্ছে, ভুলে যাচ্ছে শরীর নির্ভর খেলা। তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে না, এতে প্রায় শিশুরা খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠছে, অপরিপক্ক আচরণ করছে।

মাঠ নেই রাজধানীর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খেলাধুলার জন্য নেই এক ইঞ্চি জায়গাও।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের মতে, রাজধানীর ৯৫ ভাগ স্কুলে মাঠ নেই। শুধু মাঠ নয়, অনেক স্কুলে ঠিক মতো আলো-বাতাস প্রবেশেরও সুযোগ নেই। ভোরে অভিভাবকরা তার সন্তানকে রিকশা বা গাড়িতে করে সরাসরি স্কুলে দিয়ে আসেন। স্কুল শেষে তারা তাদের সন্তানদের বাসায় নিয়ে যান। খোলা আলো-বাতাসে শিশুদের খেলাধুলা বা তৈশোরের স্বাভাবিক উচ্ছলতায় মেতে ওঠার সুযোগ দেয়ার বিষয়টি মাথায় নেই কারো। না অভিভাবকের, না স্কুল কর্তৃপক্ষের, না শিক্ষা দপ্তরের। শিক্ষাকে পুরোপুরি ব্যবসা হিসাবে নিয়ে খোলা হয় স্কুল। স্কুল কর্তৃপক্ষের আয়-রোজগার ভালো হলে আরো জমি কিনে সেখানে আরো ভবন তৈরি করা হয়, যাতে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা যায়। খেলার মাঠ তৈরির কথা মনেও আসে না তাদের।

খেলাধুলা ও ছোটাছুটি না করলে শিশুদের কী ক্ষতি হয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী মোহিত কামাল বলেন, খেলাধুলা বা ছোটাছুটি করতে না পারা শিশুরা পরবর্তীকালে নানা সমস্যায় ভোগে। মাঠে খেলাধুলার সময় শিশুদের শরীরে রক্ত প্রবাহ অনেক বেড়ে যায়। এটা শিশুদের দেহ-মন গঠন এবং সুস্থ জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি। খেলাধুলা বা ছোটাছুটি করতে না পারায় তা হচ্ছে না। কিন্তু আজকাল রাজধানীর স্কুলে খেলার মাঠ না থাকায় শিশুরা ঘরের মধ্যেই বড় হচ্ছে। ঘর থেকে নেমে গাড়িতে চড়ে স্কুলে যায়। আবার একইভাবে ফিরে আসে। খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুরা নানান পরিস্থিতি সামাল দিতে শেখে। আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরাজয় মেনে নিতে শেখে। বাইরে খেলাধুলা ছাড়া এটা অসম্ভব। এই মনোবিজ্ঞানী বলেন, পরাজয় মেনে নেয়া শিখতে না পারলে জীবনে ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলে পরবর্তী জীবনে নানা মানসিক সমস্যায় ভুগতে হয় শিশুদের। তিনি বলেন, খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। খেলাধুলার মাধ্যমে মেধা-মনন শাণিত হয়, দক্ষতা বাড়ে। শিশু ছোটাছুটির ফলে শরীরে অক্সিজেনের প্রবাহ বাড়ে। যা খুবই প্রয়োজনীয়। খেলাধুলার পরিবর্তে শিশুরা এখন ঘরে বসে কম্পিউটারে ভিডিও গেম খেলে, যা ভালো ফল বয়ে আনে না বলে তিনি মনে করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, মহানগরীর ৩৩৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া ১৪টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত বিদ্যালয় ৫৭৬টি, এনজিও পরিচালিত প্রায় ৪শ বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্ডারগার্টেন সমিতির তথ্য অনুসারে, এর বাইরে রাজধানীতে ১০ হাজারের বেশি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। যেখানে কয়েক লাখ শিক্ষার্থী পড়ছে। সরকারি স্কুলের ছোট বড় মাঠ থাকলেও কিন্ডারগার্টেনসহ অন্যান্য স্কুলে কোন মাঠ নেই। আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর অবস্থাও একই। রাজধানীর ধানমন্ডির অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে কোন মাঠ নেই। বছরে একদিন খেলাধুলার